ক্রিকেটার মেহেদী হত্যাকান্ডে জড়িত দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল ডিবি পুলিশ

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা ও অপরাধতথ্য বিভাগ পল্লবীর উদীয়মান ক্রিকেটার মেহেদী হোসেন (১৫) হত্যাকান্ডে জড়িত দুই অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হলো ১। অলি (১৯) ও ২। নান্নু মিয়া (৪৫)। তাদেরকে সাতক্ষীরা জেলার ভোমড়া এলাকা থেকে গত ১৭/১১/২০১৪ তারিখ ডিএমপি ডিবি (পশ্চিম) বিভাগের একটি দল গ্রেফতার করে। মেহেদী হোসেন অনুর্ধ্ব ১৫ দলের ক্রিকেটার ছিল।

গত ৩০/০৯/২০১৪ তারিখ সন্ধ্যা আনুমানিক ০৬.৩০ টায় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে তরুণ ক্রিকেটার মেহেদী হোসেনকে গ্রেফতারকৃত অলি খুন করার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে ডেকে পার্শ্ববর্তী খোকার নির্মাণাধীন ভবনের ২য় তলায় নিয়ে যায়। অলি ও তার সহযোগী আশিক, ছট্টু, ফয়সাল ওরফে গ-ার ফয়সাল, সাদ্দামসহ কয়েকজন নির্মাণাধীন ভবনের দেয়ালে মেহেদীর মাথায় সজোরে আঘাত করে গুরুতর জখম করে এবং ঘাড় ভেঙ্গে দেয়। এরপর সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। গুরুতর আঘাতের ফলে ঘটনাস্থলেই মেহেদী হোসেনের মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় মেহেদীর বাবা মোঃ মোশারফ হোসেন বাদী হয়ে ৭ জনকে আসামী করে গত ০১/১০/২০১৪ পল্লবী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে।

গ্রেফতারকৃতরা জিজ্ঞাসাবাদে জানায় যে, নান্নু মিয়া একজন চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। অলি নান্নু মিয়ার ছেলে। নিহত মেহেদী হোসেন এর বাবা হাজী মোঃ মোশারফ হোসেন স্থানীয় লোকজনসহ নান্নু মিয়া ও তার পরিবারের মাদক ব্যবসা বন্ধের জন্য চাপ দিয়ে আসছিলেন। তারা আরও জানায় যে, এজাহারনামীয় আসামী অলি, আশিক, ছট্টু, ফয়সাল ওরফে গ-ার ফয়সাল, সাদ্দামসহ কয়েকজন মেহেদীদের বাড়ির ছাদে মাদকদ্রব্য সেবন করে। এর বিরুদ্ধে মেহেদী প্রতিবাদ করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে গত ৩০/০৯/২০১৪ তারিখ সন্ধ্যা ০৬.৩০ টার দিকে অলি মিয়া, পিতা নান্নু মিয়ার প্ররোচনায় অলি ও তার সহযোগী আশিক, ছট্টু, ফয়সাল ওরফে গ-ার ফয়সাল, সাদ্দামসহ কয়েকজন মিলে ঘাড় ভেঙ্গে, দেয়ালে মাথায় আঘাত করে, কিল ঘুষি ও এলাপাথারি লাথি মেরে মেহেদী হোসেনকে হত্যার কথা স্বীকার করে। বর্তমানে মামলাটি গোয়েন্দা ও অপরাধতথ্য বিভাগে তদন্তাধীন আছে।

উপ-পুলিশ কমিশনার ডিবি (পশ্চিম) শেখ নাজমুল আলম এর দিক নির্দেশনায়, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সহকারী পুলিশ কমিশনার সাইফুল্লাহ মোঃ নাছির এ অভিযান পরিচালনা করেন।